দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 2? JAN 1987

পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

22

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

মডেল কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ

রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ দু'টোর একটির বাংলা করলে দাঁড়ায় আবাসিক আদর্শ কলেজ। নাম থেকেই অনুমেয় আদর্শ নাগরিক সৃষ্টিই এই বিদ্যালয়গুলোর লক্ষ্য। বিলেতের পাবলিক স্কুলগুলোর সাথে এ বিদ্যালয়গুলোর যথেষ্ট মিল আছে। বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তৎকালীন আইয়ুব সরকার প্রতিষ্ঠিত করে রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ। রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজগুলোতে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ, ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এখানে রয়েছে সব ধরনের সুযোগ সুবিধে। আগামীদিনের জন্য দেশের সুযোগ্য নেতৃত্ব দানোপযোগী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য ছাত্রদের মধ্য হতে উপযুক্ত অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে একজন অধিনায়ক নিজেকে একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভাবতে শিখে, যা পরবর্তী জীবনে তার নাগরিক মূল্যবোধের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করে। ক্যাডেটগুলোতেও তা করা হয়। তবে ক্যাডেট কলেজগুলোতে একজন ক্যাডেটকে পরবর্তী জীবনের সামরিক বাহিনীর নিয়ম-কানুন শিখানো হয়। একটি আদর্শ, সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করাই ক্যাডেট কলেজগুলোর উদ্দেশ্য। রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজগুলো তৈরী করবে সুন্দর আদর্শ প্রশাসন আর ক্যাডেট কলেজগুলো তৈরী করবে আদর্শ সেনাবাহিনী। এই এ দু'য়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে সুন্দর সার্থক সোনার বাংলা। কিন্তু ইদানীং রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজগুলোকে পর্যায়ক্রমে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করছে।

একমাত্র ঢাকা রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজই এর প্রতিনিধিত্ব করছে।

রেসিডেন্সিয়েল কলেজগুলো তার সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারছিল না। সরকারের অমনোযোগিতার কারণে রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজগুলো তার সঠিক দায়িত্ব হতে বিচ্যুত হতে চলেছিল। ফলে জাতি তার সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিপরীত দিকে রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজগুলোকে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করছে। ফলে দেশ সামরিক প্রশাসনে ধাবিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পনের বছরের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বারো বছর ছিল সামরিক শাসনাধীন। রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজে ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয় অভিভাবককেই বহন করতে হত। পক্ষান্তরে ক্যাডেট কলেজে যাবতীয় ব্যয় সরকারকেই বহন করতে হয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথাপিছু ব্যয়ও ক্যাডেট কলেজ থেকে নীচে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে মাথাপিছু ব্যয় ১০৯০৭ টাকা সেখানে ক্যাডেট কলেজে ব্যয় ২০১১৮·৮১ টাকা। ক্যাডেট কলেজের সমপর্যায়ের একজন ছাত্রের ব্যয় মাত্র ৪১০ টাকা। একজন ক্যাডেটের ব্যয় একজন সাধারণ ছাত্রের ব্যয় প্রায় ৫০ গুণ বেশী। ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের মাথাপিছু ব্যয় ৯১ জন সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষারত ছাত্রের সমান। ক্যাডেট কলেজে শিক্ষা সমাপনে সবাই যদি সেনাবাহিনীতে যোগ দিত তবে না হয় কোন কথা ছিল না। দেশ একজন আদর্শ গঠিত সৈনিক পেতো। শিক্ষা সমাপনে ক্যাডেটকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাদের অনেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় না। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্য হতে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। বাকীরা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা বিদেশে পাড়ি জমায়। আদর্শ সুশৃঙ্খল উন্নত সেনাবাহিনী সৃষ্টিই যদি ক্যাডেট কলেজগুলোর উদ্দেশ্য হয়। তবে এত নগণ্য সংখ্যক ক্যাডেট সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় কিভাবে? রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজকে ক্যাডেটে রূপান্তরই বা কেন? দেশবাসীর মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক— তবে কেন এই শ্বেতহস্তী?

—মোঃ নিয়াজ উদ্দিন পাশা
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোমেনশাহী